দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

017

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৯৩ : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

# শিক্ষা পরিস্থিতি ও প্রতিকার

জাতীয় লক্ষ্য মনে রেখে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে—সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে কিন্তু দুই বা তিন বছরের শিক্ষাসূচী সমাপ্ত হচ্ছে না। বিপুল সংখ্যক তরুণের জীবন থেকে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে কর্মক্ষম সময়ের একটা বড় অংশ। শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এভাবে সৃষ্ট অবরুদ্ধতার জন্যে পেছন থেকে এগিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের স্থানসংকুলান অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, দু বছরের শিক্ষাসূচী পাঁচ বছরে গড়ালেও প্রকৃত শিক্ষা কার্যক্রম ছ মাসের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ বর্তমান। ফলে শিক্ষার মান ক্রমেই নামছে। শিক্ষার মর্যাদার প্রশ্ন বাদ দিলেও বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম দক্ষ জনশক্তি তৈরীর প্রাথমিক দায়িত্বটুকুও পালনে সক্ষম কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে সার্বিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে সহজেই অনুমেয়।

দেশের প্রতিটি মানুষ আজ এ পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গণমানুষের এ উদ্বেগ বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কন্ঠে। প্রেসিডেন্ট আবারও শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি উন্নয়নের ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের আহবান জানিয়েছেন। বস্তুত, এ সংকট যে জট পাকিয়েছে তার অপসারণ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কোনো রাজনৈতিক দল, অভিভাবক সম্প্রদায় কিংবা সরকার কারো পক্ষেই এককভাবে সম্ভব নয়। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস তাই কেবল কাম্যই নয়—একান্ত প্রয়োজন। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি শিক্ষাঙ্গনের সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে এরই মাঝে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। অধিকতর বিলম্বের ফলে অনুতাপ-পরিতাপেরও সুযোগ থাকবে না।

সীমিত সম্পদের একটি জাতি লক্ষ্য উপেক্ষা করে শিক্ষাঙ্গনের বায় বহনের বিলাসিতা চালিয়ে যেতে পারে না—পারে না তার আগামী দিনের নির্ভর তরুণ সমাজকে অনিশ্চিত অন্ধকারে ঠেলে রাখতে। আমাদের পরিস্থিতির নিজস্ব দুর্বলতাই যদি সংকটের কারণ হয়ে থাকে তার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে এর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে হবে। এ কাজ কারো একক দায় হতে পারে না। জাতীয় স্বার্থে একাবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট সকল মহল ও পক্ষের চেতনার কাছে আমাদের আবেদন, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সার্বভৌম পরিচয়কে প্রকৃত অর্থবহ করার প্রাথমিক শর্ত শিক্ষার বিকাশের পথ সুগম করার কাজে ব্রতী হউন। মত ও পথের পার্থক্য আমাদের থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক সমাজে তা নিয়ে লড়ার ক্ষেত্রও আছে। শিক্ষাঙ্গন তথা তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ এসব পার্থক্যের ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করুক। সম্মিলিত প্রয়াস আর ঐকমত্যই এখন শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার একমাত্র ভরসা।